কালীগঞ্জে মাদ্রাসার পাশের মুরগীর খামারের দুর্গন্ধে শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে বাইরে পাঠদান

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারপাখিয়া দাখিল মাদ্রাসার পাশে গড়ে ওঠা পোল্ট্রি মুরগির খামারের দুর্গন্ধে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

বিকট দুর্গন্ধের কারণে অধিকাংশ সময় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করানো সম্ভব হচ্ছে না। যে কারণে বাধ্য হয়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ মাদ্রাসাটির সুপারসহ শিক্ষকদের।

বারপাখি গ্রামের প্রবাসী জসিম উদ্দিনের স্ত্রী মলিনা বেগম নিজ বাড়িতে পোল্ট্রি মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। মাদ্রাসার কাছাকাছি হওয়ায় খামার থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়মিত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পড়ালেখার পরিবেশ চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

এমনকি আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করেছে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার।

মাদ্রাসাটির দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মুরসালি জানান,দুর্গন্ধে এই মাদ্রাসায় শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা করতে আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। বাতাসে সব সময় দুর্গন্ধ ভেসে বেড়ায়, যা নাকে আসা মাত্রই এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে। বেশ কিছুদিন ধরে এই অবস্থা বিরাজমান থাকলেও কোন সমাধান মিলছে না।

মাদ্রাসার সুপার আবুল কালাম আজাদ জানান, এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে আমরা জানিয়েছি। তিনি আমাদেরকে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়ার জন্য বলেন এবং আমরা সেখানে লিখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সামাজিকভাবে চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রচন্ড দুর্গন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিকভাবে ক্লাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলেও জানান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে খামারের মালিক মলিনা বেগম বলেন, তিনি নিজ বাড়িতে

অল্প পরিমাণে পোল্ট্রি মুরগি পালন করেন। এক মাস বয়স হলে মুরগিগুলো বিক্রি করে দেওয়া হয়। তাঁর দাবি, প্রথম ২০ দিন খামারে তেমন কোনো দুর্গন্ধ থাকে না; শেষের দিকে প্রায় ১০ দিন কিছুটা দুর্গন্ধ হয়। এ সময়টুকু শিক্ষার্থীরা সহ্য করলে কী এমন হয়।

কয়েক জন অভিভাবকের সাথে এই বিষয়ে কথা হলে তারা বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে এ ধরনের পোল্ট্রি খামার থাকা কাম্য নয়। দুর্গন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে। তারা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করে খামারটি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবিও জানান।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদ বলেন,”মাদ্রাসা থেকে শিক্ষকরা আমার কাছে এসেছিলেন । বর্তমানে বিষয়টি কি পর্যায়ে আছে তা খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।”

ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক কমল কুমার বর্মনের সাথে এ বিষয়ে কথা হলে তিনি প্রতিষ্ঠানটিতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

দর্শনায় মাদ্রাসা ও এতিমখানায় শিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ

প্রচন্ড শীতের প্রকোপে সারাদেশ সহ দর্শনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অবস্থা চরম নাজেহাল৷ দেশের সর্ব্বনিন্ম তাপ মাত্রার রেকর্ডে চুয়াডাঙ্গা জেলা এবারো স্থান করে নিয়েছিলো কয়েকবার।

সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ জি মাহমুদ ও তার সহধর্মিণীর সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান “মাহামুদ মায়া তাকওয়া ওয়েলফেয়ার

ট্রাস্টে”র অর্থায়নে গতকাল মঙ্গলবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রুদ্রনগর দারুল কোরআন মাদ্রাসায় ও এতিমখানায় শিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন৷

এছাড়াও হাউলি ইউনিয়নের লোকনাথপুরে দরিদ্র কৃষি শ্রমিকদের মাঝে দুপুরে কম্বল বিতরন করেন। ইতোপূর্বে, গত ১-৭ জানুয়ারি বুয়েটে-৮৭ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌর এলাকা, তিতুদহ ইউনিয়ন, বেগমপুর ইউনিয়নের হিজলগাড়ী ও মহেশপুর উপজেলার এসবিকে ইউনিয়নে হতদরিদ্র মানুষের মাঝে গণমাধ্যম কর্মী আব্দুস সামাদ আজাদ বিপুর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণে করা হয়।

পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত থাকুক এ আশা ব্যক্ত করেন সুবিধাভোগীরা৷

আলমডাঙ্গা ডাউকি মাদ্রাসা ও এতিমখানায় শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

আলমডাঙ্গার ডাউকি মাদ্রাসা-এতিমখানার শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি মাদ্রাসার উদ্যোগে এতিমখানার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ডাউকি মাদ্রাসা-এতিমখানা প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও ডাউকি মাদ্রাসা- এতিমখানার সভাপতি মুন্সী মোঃ আবু হাসানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সাজ্জাদ হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ডাঃ সানোয়ার হোসেন,

হায়দার আলী, আক্কাস আলী, মুন্সি হাফিজুর রহমান, শুকুর আলী, মুকুল মুন্সি প্রমুখ।

এসময় অতিথিরা বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সবার আর্থিক সহযোগিতা করার এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। বক্তারা এ ধরনের মানবিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুর হাতে বই, খাতা, কলম, পেন্সিল ও স্কেল বক্সসহ বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে ৬ দিনব্যাপী ৫৪তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা সমিতির শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম। তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দিনব্যাপী শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের গার্ল গাইডস সদস্যরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম এবং কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুজ্জামান, সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম, ক্রীড়া শিক্ষক ফারহা হোসেন লিটন, আব্দুল কুদ্দুসসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, এই শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে।

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে শিক্ষক কর্তৃক মাদ্রাসা ছাত্র বলাৎকার

দামুড়হুদার বিষ্ণুপুরে দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমী মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষককে গণধোলাই পর পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত মাদরাসা শিক্ষক হাফেজ মাওলানা আরাফাত হোসেন শিশির (২৫) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর গ্রামের মল্লিক পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে। গতকাল শনিবার বেলা আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে মাদরাসা প্রাঙ্গনে এই গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে। পরে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হেফাজতে নেন।

জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর দারুল উলুম ফুরকানিয়া কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মাওলা আরাফাত হোসেন শিশির একই মাদরাসার নাজেরা বিভাগের ছাত্র (১২)কে ফুঁসলিয়ে বিভিন্ন সময়ে বলাৎকার করে আসছিল। ঐ মাদ্রাসা ছাত্র বাড়িতে ছুটিতে গিয়ে আর মাদ্রাসায় ফিরে আসতে না চাইলে পরিবারের লোকজনের সন্দেহ হয়। পরে সে পরিবারের লোকজন কে ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত খুলে বলেন।

গতকাল শনিবার বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় লোকজন মাদরাসায় গিয়ে

ওই শিক্ষককে উত্তম মাধ্যম গণধোলাইয়ের পর একটি কক্ষে আটকে রাখেন। পরে থানা পুলিশকে খবর দেয়া হয়। থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত কে হেফাজতে নেন। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মাদ্রাসা ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলেও জানাগেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ৯৯৯ লাইনে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত শিক্ষককে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আইনগত প্রক্রীয়াধীন।

ঝিনাইদহ দুই শিক্ষার্থীকে ওমরাহ হজে পাঠাবে মাদ্রাসা

মাত্র ১০ ও ১৬ মাসে পবিত্র কোরআন হিফজ সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ঝিনাইদহ আল-কলম হিফয মাদ্রাসার দুই শিক্ষার্থী।

তাদের এই অসাধারণ অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পুরস্কার হিসেবে ওমরাহ হজে পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। হিফজ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা হলেন মিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা (১১) ও তানভীর মাহমুদ ইফাদ (১১)। মিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা ঝিনাইদহের আল-কলম হিফয মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। তিনি ২০২৪ সালের মে মাসে হিফজ শুরু করেন এবং অসুস্থতা জনিত কারণে চার মাস বিরতি থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১০ মাস ১৮ দিনে পুরো কোরআন মুখস্থ সম্পন্ন করেন। তাঁর বাড়ি মাগুরা সদর উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের উপশহর পাড়ায়। পিতা মিয়া মোহাম্মদ হাসান জাকির একজন ব্যবসায়ী। অন্য শিক্ষার্থী তানভীর মাহমুদ ইফাদ একই মাদ্রাসার ছাত্র। তিনি ১৬ মাসে কোরআন হিফজ সম্পন্ন করে সাফল্যের সাথে তা শেষ করেন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লক্ষীকোল গ্রামের কে. এম. তিতুর ছেলে তিনি।

এউপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদাণ ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, ইসলামী ফাউন্ডেশনে উপ-পরিচালক রেজাউল

করিম, আল-কলম ফাউন্ডেমনের চেয়ারম্যান শায়খ মুহাম্মদ সাইদুর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, স্বল্প সময়ের মধ্যে পুরো কোরআন হিফজ করা অত্যন্ত কঠিন ও বিরল অর্জন। এই দুই শিক্ষার্থীর অধ্যবসায় ও মনোযোগ অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

মাদ্রাসার পরিচালক শায়খ মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বলেন, “তাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ওমরাহ হজে পাঠানো হবেÑযাতে তারা আল্লাহর ঘরে গিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে পারে।” এই অর্জনে শিক্ষার্থীদের পরিবার ও স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেছে।

মেহেরপুরের বারাদী মাদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসায় সুধী সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী মাদিনাতুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসায় এলাকার গণ্যমান্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বারাদী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মাদ্রাসায় আগামী ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য ৪৩তম ওয়াজ মাহফিল ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মাদ্রাসা কমিটির সহ-সভাপতি হাজী আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আমির হোসেন, মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবি ও সিরাজুস সালেকীন।

মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা শফিকুল ইসলাম বলেন, এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের, আপনাদের সহযোগিতায় আজ এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত এসেছে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের একজন খাদেম মাত্র, এর বেশি পরিচয় দিতে চাই

না, নিতেও চাই না।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এই মাদ্রাসায় ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। এখানে জামাত বিভাগ, হেফজ বিভাগ, নূরানি বিভাগ এবং নূরানি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান চলছে। আমরা আগামী বছরের শুরুতে নূরানি কিন্ডারগার্টেনের চতুর্থ শ্রেণির কার্যক্রম শুরু করব। নতুন বিভাগ চালু করতে হলে আমাদের একটি নতুন ভবন প্রয়োজন। এজন্য আপনাদের সহযোগিতার হাত আরও প্রসারিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধী সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাদ্রাসার পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, ইউপি সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল, বারাদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আফারুল ইসলাম ডাবলু, মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে-বিসিবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন কমিটি প্রথম দিনেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিসিবির স্কুল ক্রিকেট অনেক আগে থেকে চালু আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আরও খুদে প্রতিভা তুলে আনতে বিসিবির পরিকল্পনা—মাদ্রাসাশিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ক্রিকেট চালু করা।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিসিবির প্রথম বোর্ড সভায় নবনির্বাচিত পরিচালকদের মধ্য থেকে ২৩টি কমিটির প্রধান বেছে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে স্কুল-কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসাতেও ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।

তিনি বলেন, ‘মাদ্রাসায় লাখ লাখ ছাত্র আছে, সেখান থেকে যদি কিছু ক্রিকেটার আসে। সেই ব্যবস্থা করছি।’

কোন ফরম্যাটে মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে টুর্নামেন্ট হবে সে ধারণাও দেন তিনি।

বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘এখনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। তবে আমরা যেহেতু পরিকল্পনা করেছি, অবশ্যই বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। আপাতত ছোট ফরম্যাটে হবে।’

জানা গেছে, ১০ ওভারের ক্রিকেট হতে পারে মাদ্রাসায়। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, আসর থেকে মাগরিবের সময়টাতে আয়োজনের উদ্দেশ্য এ আসরের।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুর মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসার দুই হাফেজকে পাগড়ি প্রদান

মেহেরপুরের মিফতাহুল কুরআন মাদ্রাসায় দুই হাফেজকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ি প্রদান করেছেন দুই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। শনিবার সকালে মাদ্রাসা মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, ইমাম, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা মোঃ শাহ জালাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন পৌর জামে মসজিদের ইমাম শাজাহান আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গড় জামে মসজিদের সাবেক ইমাম মোঃ আব্দুল হান্নান, আবুল কাসেম, রুহুল আমীন, হাফেজ মোঃ আব্দুল হালিম এবং হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্ন।

অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও গজল পরিবেশন করেন শিক্ষার্থী আরাফাত হোসেন, বায়েজিত হোসেন, আরিফ, খাদিজাতুল কোবরা, ফাইম আবরার তৈয়ব, সাদিয়া সুলতানা, ফাইম ফয়সাল ক্বারী ও কাওসার খান।

অনুষ্ঠানের দ্বার প্রান্তে, হাফেজ মোঃ আব্দুল হালিম ও হাফেজ রাকাত খন্দকার রত্নকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাগড়ি প্রদান করা হয়। এরপর দেশ ও মুসলিম জাতির শান্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জেলায় দাখিলে পাশের হার ৩২.৮৯ শতাংশ, জিপিএ মাত্র একজন

মেহেরপুর জেলায় মাদ্রাসা শিক্ষা মান বেহাল অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। দাখিল পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এ বছর পাশের হার কমেছে ৪২ শতাংশ। ৩৩ পেয়ে পাশ করার মত ফলাফলও হয়নি ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায়। জেলায় ২৫টি মাদ্রাসা থেকে ৬৯০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ২২৭ জন। পাশের হার মাত্র ৩২.৮৯ শতাংশ। যেখানে পাশ মার্ক নির্ধারণ হয় ৩৩ এ।

এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১১টি মাদ্রাসা থেকে ৩২৬ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ১০৫ জন। জিপিএ ৫ পায়নি কেউ। এ উপজেলায় পাশের হার ৩২ শতাংশ। গাংনী উপজেলার ১০ টি মাদ্রাসা থেকে ২৮০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৮৮ জন। এ উপজেলায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ১ জন। পাশের হার আর কম ৩১.৪২ শতাংশ। এ উপজেলায় শতভাগ ফেল করেছে এমন মাদ্রাসাও আছে একটি। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে মুজিবনগর উপজেলা। এ উপজেলায় ৪টি মাদ্রাসা থেকে ৮৪ জন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে ৩৪ জন। জিপিএ ৫ না পেলে পাশের হার ৪০.৪৭ শতাংশ।

সমাজকেও এর দায় নিতে হবে। না হলে শিক্ষার এ বিপর্যয় থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো না। পাশের জেলাগুলোতে ভাল ফলাফল হচ্ছে অথচ মেহেরপুরে কেন হচ্ছে না, তা অবশ্যই খতিয়ে দেখে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে, তবেই মাদ্রাসাসহ সবক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: হযরত আলী বলেন,“শুধু মাদ্রাসা না জেলাতেই এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছে। আমি সকল মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সুপারদের ডাকবো। কিভাবে আগামী বছর থেকে ভালো ফলাফল করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।”